শিউলিমালা

ষাণ্মাসিক

সমাজভাবনা ও মুক্তির বাতায়ন

◆ সংখ্যা : ০২ ◆ জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২

মননে মুক্তির সৌরভ

শিউলিমালা ষাণ্মাসিক

সমাজভাবনা ও মুক্তির বাতায়ন

(শিউলিমালা একাডেমির ষাণ্মাসিক মুখপত্র)

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

মুহসিনা বিনতি মুসলিম

সম্পাদনা পর্ষদ

নওরীন নবী

জান্নাত আরা তাবাসসুম

সুমাইয়া তাবাসসুম

নাজিয়া তাসনিম

নির্ধারিত মূল্য : ১৩০ টাকা

যোগাযোগ : Email : shiulimalaacademy@gmail.com

Facebook, Instragam, Twitter : Shiulimala Academy

Shiulimala : A Half Yearly Journal on Social Thought and Voice of Emancipation. July-December, 2022; Editor : Jannat Ara Tabassum; Fixed Price 130 Taka. Askona, Airport, Dhaka.

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০৭

মূল প্রবন্ধ ১১

পোস্ট নরমাল সময়ে মুসলিম মানস : অস্তিত্ব ও গতিশীলতা

হেবা রউফ ইজ্জেত

ভাষান্তর : নাজিয়া তাসনিম

বিশেষ প্রবন্ধ ৩১

মহান দার্শনিক ইবনে সিনার চিন্তায় শিক্ষা ও শিক্ষাদান

মূল : আব্দুর রহমান নাকিব

ভাষান্তর : উম্মে হানী

রাজনীতি ৫১

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উপমহাদেশের মুসলিম নারী

মুহসিনা বিনতি মুসলিম

অর্থনীতি ৬৩

বেকারত্ব : বাংলাদেশের এক প্রকট অর্থনৈতিক সমস্যা

কাজী সালমা বিনতে সলিম

পরিবেশ ও নগরায়ণ ৭৯

ইসলামী সভ্যতায় নগরসমূহের পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা

সুমাইয়া তাবাসসুম

বই পর্যালোচনা ৯৫
ইসলামী ডেক্লারেশন
লেখক : আলীয়া ইজ্জেতবেগোভিচ
পর্যালোচক : জান্নাত আরা তাবাসসুম

ইতিহাস ১০৩
বাংলা অঞ্চলের ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন; তরুণ প্রজন্মের গৌরবদীপ্ত উত্তরাধিকার ও আগামীর প্রস্তাবনা
আতিয়া রহমান

সিনেমা পর্যালোচনা ১১১
'A Separation' তেহরান থেকে লস এঞ্জেলস; ইরানি সিনেমার শ্রেষ্ঠত্বের আখ্যান
ডিরেক্টর : আসগর ফরহাদী
পর্যালোচক : উম্মে সাফওয়ান

ব্যক্তিত্ব ১১৫
দার্শনিক ও চিন্তাবিদ সৈয়দ নকীব আল-আত্তাস
তাহারাতুন তাইয়্যেবা

গল্প ১২৩
মধ্যবর্তিনী
মিমি বিনতে ওয়ালিদ

কবিতা ১৩৩
আমরা সেদিন একত্রিত হয়েছিলাম
তোহফা শরীফা

চাওয়ার ইশতেহার ১৩৫
জেবা ফারিহা

সম্পাদকীয়

মানুষ জ্ঞান ও চিন্তা দ্বারা পরিচালিত বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা। তার প্রতিটি পদক্ষেপ বা কর্মে যেকোনো চিন্তা বা জ্ঞান অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। এ বিশ্ব চরাচরে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থা দ্বারা প্রতিদিন যে সকল কাজ সম্পাদিত হচ্ছে, সেগুলোর পেছনেও যেকোনো জ্ঞান বা দর্শন অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। তাই ব্যক্তির দ্বারা কোনো কল্যাণমূলক কাজ সংঘটিত হলে, বুঝে নিতে হবে তার চিন্তা ও দর্শন তাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তেমনি তার দ্বারা যদি ক্ষতিকর কোনো বিষয় সংঘটিত হয় তাও বুঝে নিতে হবে এর পেছনে তার চিন্তা ও দর্শনই মূল ভূমিকা পালন করেছে। এভাবে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থা প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য এ অমোঘ সূত্রটি প্রযোজ্য।

এখন আমরা যদি পুরো বিশ্বব্যবস্থার জ্ঞান ও দর্শনগত ভিত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাই, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার জ্ঞানগত ভিত্তি 'পাওয়ার' বা 'শক্তি'র উপর প্রতিষ্ঠিত। যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেভাবে-ই হোক বা যেকোনো পন্থা-ই হোক ক্ষমতা অর্জন করা অথবা ক্ষমতা খর্ব করা। ফলে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত সবার কাজে এ বিষয়টি-ই প্রতিফলিত হয়। আমরা যদি বর্তমান সময়ে যেকোনো রাষ্ট্রের বার্ষিক বাজেট, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, গৃহীত প্রকল্প এবং তার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখবো প্রতিটি পদক্ষপের সাথে শক্তি বৃদ্ধিকরণ বা অন্য কোনো রাষ্ট্রের ক্ষমতা খর্ব করার বিষয় জড়িত থাকে। কোনো রাষ্ট্র হয়তো তার বাজেটের বেশিরভাগ অংশ বরাদ্দ দেয় সামরিক বা পারমাণবিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য, আবার কেউ হয়তো অন্য রাষ্ট্রের সাথে এমন চুক্তি করছে যাতে আগামী কয়েক বছর পর সে রাষ্ট্রটিকে গ্রাস করতে পারে বা গোলামীর শিকলে আবদ্ধ করতে পারে। আর এসকল বিষয় পাওয়ার বা শক্তির বিষয়টিকেই সর্বাগ্রে স্মরণ করিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে এ জ্ঞান ও দর্শন অনুঘটক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এ জ্ঞান ও দর্শনে হাকীকতের কোনো মূল্য নেই। সত্য ও ন্যায়কে সে বিন্দুমাত্র গ্রহণ করতে চায় না। তার কাছে 'শক্তি'-ই আসল বিষয়। যার ফলে আজকের পৃথিবীতে এত নৈরাজ্য, এত বিশৃঙ্খলা, এত বৈষম্য, এত হানাহানি, এত মৃত্যুর মিছিল, এত অন্যায়, এত ভারসাম্যহীনতা ও এত জুলুম। এ জ্ঞান ও দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত সকল ব্যবস্থায় সত্য ও ন্যায় উপেক্ষিত হওয়ায়, প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেসব সমস্যার সমাধানে সে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে দিন যত অতিবাহিত হচ্ছে, এ পৃথিবী মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হচ্ছে। শুধু মানুষের জন্য না; বরং প্রতিটি প্রাণীর জন্য-ই মৃত্যুপুরীতে পরিণত হচ্ছে এ পৃথিবী।

বর্তমান দুনিয়ার এ অবস্থাকে পরিবর্তন করে মানুষের বসবাসের উপযোগী করার জন্য প্রয়োজন এর ব্যবস্থাগত পরিবর্তন করা। আর এর ব্যবস্থাগত পরিবর্তন তখনই সম্ভব হবে, যখন এর জ্ঞান ও দর্শনগত ভিত্তিতে পরিবর্তন সাধিত হবে। বর্তমান 'শক্তি'র উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানগত ভিত্তিকে হাকীকতের উপর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সকল কিছুর উর্ধ্বে সত্য ও ন্যায়কে স্থান দিতে হবে।

সেই হাকীকতকে কেন্দ্রে স্থাপন করে জ্ঞানের ভিত্তি নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাভাষী মানুষের মাঝে কাজ করে যাচ্ছে 'সমাজভাবনা ও মুক্তির বাতায়ন' *ষাণ্মাসিক শিউলিমালা*। এবারও সময়ের সেরা আলেম, চিন্তাবিদ, তরুণ গবেষক ও লেখকদের চিন্তা ও লেখনী নিয়ে হাজির হয়েছে, ষাণ্মাসিক শিউলিমালার ২য় সংখ্যা। দ্বিতীয় সংখ্যায় মূল প্রবন্ধ হিসেবে থাকছে প্রখ্যাত আলেম, চিন্তাবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. হেবা রউফ ইজ্জেতের পোস্ট-নরমাল সময়ে মুসলিম মানস বিষয়ক প্রবন্ধ। অনুবাদ করেছেন, নাজিয়া তাসনিম। বিশেষ প্রবন্ধে অনূদিত হয়েছে আবদুর রহমান আল নকিবের প্রবন্ধ। শিক্ষাদান বিষয়ে ইবনে সিনার ভূমিকা নিয়ে রচিত এ প্রবন্ধ অনুবাদ করেছেন উম্মে হানী।

ষাণ্মাসিক শিউলিমালার ২য় সংখ্যার রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন, তরুণ লেখক ও চিন্তক মুহসিনা বিনতি মুসলিম। তার লেখনীতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বাংলায় মুসলিম নারীদের সংগ্রামের চিত্র উঠে এসেছে। অর্থনীতি নিয়ে পর্যালোচনামূলক গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছেন কাজী সালমা বিনতে সলিম; উঠে এসেছে বাংলাদেশের বেকারত্ব, অর্থনৈতিক সংকট ও সম্ভাবনার নানা চিত্র।

নগর বিষয়ক প্রবন্ধে ইসলামী সভ্যতায় নগরসমূহের পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিয়ে লিখেছেন সুমাইয়া তাবাসসুম। সিনেমা পর্যালোচনা করেছেন উম্মে সাফওয়ান। আরও থাকছে বই পর্যালোচনা। আলীয়া ইজ্জেতবেগোভিচ-এর ঐতিহাসিক বই 'ইসলামী ডেক্লারেশন' পর্যালোচনা করেছেন জান্নাত আরা তাবাসসুম। ধারাবাহিক স্থাপত্য রিপোর্টে আতিয়া রহমানের লেখনীতে

উঠে এসেছে বাংলা অঞ্চলের মসজিদ সংক্রান্ত রিপোর্ট। উপমহাদেশের ইসলামপন্থীদের চিন্তাগত দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট সঙ্কটে পতিত এক নারীর গল্প লিখেছেন, মিমি বিনতে ওয়ালিদ। শব্দের গাঁথুনিমালায় তোহফা শরীফা এবং জেবা ফারিহার কলমে থাকছে দুটি কবিতা।

বরাবরের ন্যায় এবারও সময়ের সেরা চিন্তাবিদগণের লেখনী ও তরুণ চিন্তকদের লেখনীর সমন্বয়ে ইতিহাস ও নতুনত্বের ছোঁয়ায় উপস্থাপিত হবে 'সমাজভাবনা ও মুক্তির বাতায়ন' ষাণ্মাসিক শিউলিমালার দ্বিতীয় সংখ্যা। মহান আল্লাহ জ্ঞানের ভিত্তি নির্মাণে আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন। আমীন।

মূল প্রবন্ধ

পোস্ট নরমাল সময়ে মুসলিম মানস : অস্তিত্ব ও গতিশীলতা

হেবা রউফ ইজ্জেত
ভাষান্তর : নাজিয়া তাসনিম

আমরা বর্তমানে যে সময়টি অতিবাহিত করছি, সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা এই সময়কালকে বিভিন্ন পরিভাষায় অভিহিত করে থাকেন। তন্মধ্যে অন্যতম একটি পরিভাষা হলো পোস্ট নরমাল। ধারণা করা হয়, পৃথিবীর ইতিহাসের যেকোনো সময়ের তুলনায় এই সময়টা অনেক বেশি জটিলতা এবং সঙ্কটে পরিপূর্ণ। ব্যক্তিগত, সামাজিক, মানসিক, রাষ্ট্রীয় প্রতিটি পর্যায়ে আমরা এই জটিলতা দেখতে পাই। এর সাথে মোকাবেলা করতে করতে মানুষ যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। বাতাসে কান পাতলেই ক্ষতবিক্ষত, পীড়িত হৃদয়ের হাহাকার শোনা যায়। এই হাহাকার জীবনের অর্থ খুঁজে না পাওয়ার হাহাকার, চলমান জটিলতা মোকাবেলা করতে না পারার হাহাকার। এ হাহাকার সিদ্ধান্তের দোলাচালে ভোগার হাহাকার। তাহলে মুক্তির উপায় কী? যুগে যুগে নবী-রাসুলগণকে আল্লাহ দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন মানুষের চারপাশে বিদ্যমান, ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত সঙ্কটগুলো মোকাবেলার শিক্ষা দেওয়ার জন্য। নবী আসার সিলসিলা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মাধ্যমে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নবীগণ না আসলেও আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী পরবর্তীতে প্রতিটি যুগেই কিছু চিন্তাশীল মানুষ তৈরি হয়েছে, যারা সঙ্কট মোকাবেলা নিয়ে ভেবেছেন, কাজ করেছেন, সভ্যতার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। মূলত, একটি শক্তিশালী চিন্তার রুপায়ণই হলো একটি সভ্যতা।

যে বিষয়টি নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই এককথায় তাকে বলতে পারি Being and Becoming (অস্তিত্ব ও গতিশীলতা)। আমার

মনে হয়, এ বিষয়টি আমাদের সকলের চিন্তার সাথে মিলে যাবে। কারণ আমাদের সবার উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার কারণগুলো কমবেশি একই। একই উম্মাহর সদস্য হওয়ায় আমরা বেশিরভাগই সার্বজনীন সমস্যাগুলো নিয়ে একই ধরণের চিন্তা লালন করি, একই রকম উদ্বেগ, আশংকা, একইরকম আবেগ পোষণ করি। তাই আশা করা যায় বক্ষ্যমাণ আলোচনাটি সবার জন্যই ফলদায়ক হবে।

বর্তমানে আমরা এমন একটা সময়ে বসবাস করছি যখন আমাদের চারপাশে সবকিছু খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। মাঝেমধ্যে আমাদের নিজেদের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটছে। এবং এই পরিবর্তনগুলো এত দ্রুত ঘটছে যে, তা কখনো কখনো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। কখনো কখনো আমাদের মনে হচ্ছে, আমরা একদম স্থবির হয়ে আছি। অথচ আমরা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন চাই, অথবা চারপাশের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে চাই। কিন্তু সেটা করতে পারছি না। আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আমাদের সে সুযোগ দিচ্ছে না, আমরা নানারকম বাধার সম্মুখীন হচ্ছি। ফলত, সামগ্রিক এই দ্রুত পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারায় আমাদের মধ্যে একটা বড় অংশ প্রতিনিয়ত মানসিক যন্ত্রণার শিকার হচ্ছে।

এখন আমাদেরকে বুঝতে হবে Being and Becoming দ্বারা কী বুঝায়? আল্লাহর এই পৃথিবীতে 'পরিবর্তন' হচ্ছে একটি সুন্নত বা প্রাকৃতিক ব্যাপার। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ প্রতিনিয়ত পরিবর্তত হয়। কিন্তু সেটি হয়তো সবসময় আমাদের চোখে পড়ে না। সময়ের সাথে সাথে শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি মানুষের আচার-আচরণ, চিন্তা-ভাবনা, মনস্তত্ত্ব, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, কর্মপন্থার মধ্যেও প্রতিনিয়তই পরিবর্তন সাধিত হয়। তাই আমি মনে করি, আমাদের অস্তিত্ব যেমন সত্য, পরিবর্তনও তেমনি সত্য। আর আমাদের মধ্যে যে পরিবর্তনই হচ্ছে, সেটা আমাদের পারিপার্শ্বিকতাকেও প্রভাবিত করছে এবং ঠিক এজন্যই আমাদের পারিপার্শ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সম্পর্কে সবসময় সচেতন থাকা উচিত। পাশাপাশি শাহীদ উম্মাহর একজন সদস্য হিসেবে সমগ্র পৃথিবীতে কী ঘটছে সে সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকা আবশ্যক।

পোস্ট নরমাল সময়ে আমরা যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হচ্ছি, তার মধ্যে একটি হচ্ছে ভয়। আসলে ভীতি বরাবরই ছিলো। কিন্তু বর্তমান এই সময়ে ভয়টা যেন তুলনামূলক বেশিই আমাদেরকে আক্রান্ত করছে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের সময় আপনারা দেখেছেন সবার মধ্যে একধরনের

ভয় কাজ করছিলো। সবাই উদ্বিগ্ন ছিলো, না জানি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আমার বন্ধুবান্ধবদের কাছে শুনেছি, তারা খাদ্য মজুদ করে হাসপাতালে চলে যাচ্ছিলো। সারাক্ষণ তাদের মধ্যে একধরণের উদ্বেগ কাজ করছিলো, যদি কোনো পারমাণবিক হামলা হয়, তাহলে তারা কী করবে! এমনকি তারা ফার্মেসিতে গিয়ে এ রকম পরিস্থিতিতে কাজে লাগবে, এ ধরনের ঔষধ খুঁজছিলো। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, তাদের মধ্যে প্রচণ্ড ভীতির জন্ম নিয়েছিলো। এই যে সমস্যাগুলো, কেন হচ্ছে? এগুলো কি আদৌ স্বাভাবিক? এর থেকে উত্তরণের উপায় কী?

আধুনিক চিন্তাবিদদের মধ্যে বিভিন্নজন এই সময়কে, এই সময়ের সমস্যাগুলোকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তাদের সবাই একটি বিস্ময়কর এবং দ্যোতক শব্দ ব্যবহার করেছেন; আর সেটি হলো 'Liquidity'। আমাদের এই সময়টাতে লিকুইডিটি অনেক বেশি। আমরা হয়তো এই পরিভাষাটির সাথে পরিচিত নই, কিন্তু আমরা সবাই কমবেশি এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। পোস্ট নরমাল এই সময় অনেক বেশি জটিলতা এবং অনিশ্চয়তায় ভরপুর। মানুষ কোনো নির্দিষ্ট কাজ, নির্দিষ্ট বিশ্বাস এবং চিন্তাধারার মধ্যে স্থির থাকতে পারছে না। এমনকি একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসেবে আমি বলতে পারি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়গুলো আগের চেয়ে এতো বেশি জটিল হয়ে পড়েছে যে মাঝে মাঝে আমরা হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতিতে নিপতিত হই। এটা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার যে, ইউক্রেন যুদ্ধে সংযুক্ত আরব আমিরাত রাশিয়াকে সমর্থন দিচ্ছে। অথচ তাদের অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত জায়গা থেকে আমেরিকাকে সমর্থন করাটাই বেশি প্রত্যাশিত ছিলো। কিন্তু রাশিয়ার পক্ষ নেওয়ার পেছনে আরও জটিল হিসাব আছে। আবার, আপনি যদি তুরস্ক এবং মিশর এই দুটি দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য করেন, আপনারা জানেন যে, লিবিয়া ইস্যুতে তারা একে অন্যের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। অথচ তাদের মধ্যে কিছু স্বার্থগত বিবাদ-বিরোধ থাকলেও এমনিতে তাদের সম্পর্ক ভালো। এই যে জটিলতা, এটা শুধু Macro (সামষ্টিক) পর্যায়ে না, বরং Micro (ব্যষ্টিক) পর্যায়েও বিদ্যমান। এরকম অনেক পরিস্থিতি থাকে, যেখানে আপনাকে এমন অবস্থান বা পক্ষাবলম্বন করতে হবে, যা হয়তো আপনি প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করেন না। ব্যাপারটা অনেকটা আঁকাবাকা রাস্তায় হাঁটতে বাধ্য হওয়ার মতো। চলতি পথে আপনাকে আপনার চারপাশে জড়িয়ে থাকা বিভিন্নরকম সম্পর্কগুলোকে বিভিন্নভাবে মোকাবেলা করতে হয়। যেমন–